রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক" ২০২০ সনের ১৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৩০, ২০২০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩০৫—৩১২
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩০৭—৩১০
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩১৩—৩১৫
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

[একই নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৪ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৬.০০.০০০০.০০৪.১৮.২০৬.১৯-২২—হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮-এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করলেন :

(ক)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
(খ)	শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১০৩ খুলনা-৫	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
(গ)	শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল, মাননীয় সংসদ সদস্য, ৬ দিনাজপুর-১	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
(ঘ)	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

	ট্রাস্টি :	
১.	শ্রী সুব্রত পাল, পিতা : বাদল কৃষ্ণ পাল, মাতা : অঞ্জলী রাণী পাল, গ্রাম : হিলোচিয়া, উপজেলা : বাজিতপুর, জেলা : কিশোরগঞ্জ।	ভাইস চেয়ারম্যান
২.	এ্যাডভোকেট ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক (দোলন), পিতা : উপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক, মাতা : সরযূ বালা ভৌমিক, মায়াবন, ৭৪৭, রাকুয়াইল, পোঃ কিশোরগঞ্জ, উপজেলা : কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা : কিশোরগঞ্জ।	সদস্য
৩.	শ্রী রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব মন্টু, পিতা : রামপদ দেব, গ্রাম : খুলিয়াপাড়া, ডাকঘর+ইউ.পি+উপজেলা : মিঠামইন, জেলা : কিশোরগঞ্জ।	
৪.	শ্রীমতি রেখা রাণী গুণ (বীর মুক্তিযোদ্ধা), স্বামী : শ্যামল কুমার পাল, গ্রাম : পূর্ব দাসরা, ডাকঘর : মানিকগঞ্জ সদর, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।	
৫.	শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাহা, পিতা : নীলমনি সাহা, গ্রাম : বাজিতপুর (সাহা পাড়া), টাংগাইল	
৬.	অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, পিতা : যতীন্দ্র নাথ সরকার, দিঘীরপাড়, গোপালগঞ্জ সদর	
৭.	অধ্যাপক ডা: প্রাণ গোপাল দত্ত, পিতা : কালা চাঁদ দত্ত, মাতা : কিরণ প্রভা দত্ত, বাসা : ৩৫, রোড : ১০ এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	
৮.	শ্রী উত্তম কুমার শর্মা, পিতা : ভোলানাথ শর্মা, হোল্ডিং নং-০১, ওয়ার্ড নং-০১, সোনাপাহাড়, বারইয়ারহাট পৌরসভা, থানা : জোরারগঞ্জ, উপজেলা : মীরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম।	
৯.	শ্রী বাবুল চন্দ্র শর্মা, পিতা : শশাংক মোহন শর্মা, গ্রাম : পশ্চিম মেরুংলোয়া, ডাকঘর+উপজেলা : রামু, জেলা : কক্সবাজার।	
১০.	শ্রী তপন কুমার সেন, পিতা : সন্তোষ কুমার সেন, ০৬, ফুদকীপাড়া, পোঃ ঘোড়ামারা, থানা : বোয়ালিয়া, জেলা : রাজশাহী।	
১১.	শ্রী অংকুর জিৎ সাহা নব, পিতা : রামচন্দ্র সাহা, মাতা : হরিপ্রিয়া সাহা, গ্রাম : বিজয় কুটির, সদর সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।	
১২.	শ্রী নান্টু রায়, পিতা : কালীপদ রায়, মাতা : সুধারানী রায়, গ্রাম+ডাকঘর : কৈলাশগঞ্জ, থানা : দাকোপ, জেলা : খুলনা।	
১৩.	শ্রী শ্যামল সরকার, পিতা : তারাপদ সরকার, গ্রাম : বালিয়া ডাঙ্গা, উপজেলা : কেশবপুর, জেলা : যশোর।	
১৪.	শ্রী সুরঞ্জিত দত্ত লিটু, পিতা : নিবির কুমার দত্ত, মাতা : কল্পনা দত্ত, গ্রাম : উত্তর কাঠপট্টি, বরিশাল সদর, বরিশাল।	
১৫.	শ্রী ভানু লাল দে, পিতা : রাখাল চন্দ্র দে, হাসপাতাল রোড, বরিশাল।	
১৬.	শ্রী অশোক মাধব রায়, পিতা : ললিত বন্ধু রায়, হাসপাতাল সড়ক, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।	
১৭.	ইঞ্জিনিয়ার পি. কে. চৌধুরী, পিতা : প্রভাত চন্দ্র চৌধুরী, মাতা : পুষ্পরাণী চৌধুরী, গ্রাম : জয়নগর (শোপানীঘাট), ডাকঘর+জেলা : সিলেট।	
১৮.	কৃষিবিদ বিশ্বনাথ সরকার বিটু, পিতা : নলিনী চন্দ্র সরকার, মাতা : মাধবী রানী সরকার, টিএনও রোড, বদরগঞ্জ, রংপুর।	
১৯.	শ্রীমতি ববিতা রানী সরকার, পিতা : দীপেন্দ্র নাথ সরকার, মাতা : সিন্দু রাণী সরকার, গ্রাম : বিন্নাকুরী, উপজেলা : জলঢাকা, নীলফামারী।	
২০.	এ্যাডভোকেট অসিত কুমার সরকার (সজল), পিতা : রুহিনী কুমার সরকার, বৈশাখী গার্ডেন, পূর্ব ছোট বাজার, নেত্রকোনা সদর, জেলা : নেত্রকোনা।	
২১.	ইঞ্জিনিয়ার রতন কুমার দত্ত, পিতা : মাধব দত্ত, মাতা : আরতী দত্ত, ৮৩/বি দক্ষিণ বাউন্ডারি রোড, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।	

২। ট্রাস্টি বোর্ড-এর মেয়াদকাল ১৪-০১-২০২০ তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে সরকার কোনো মনোনীত ট্রাস্টিকে কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে। অনুরূপভাবে কোন ট্রাস্টি ইচ্ছা করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তফিকুল ইসলাম
সহকারী সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ মাঘ ১৪২৬ ব:/১৯ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি:

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.১৮.০৫৩.১৯-২০—চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট বিধিমালা ১৯৬০ (সংশোধিত ১৯৯৫) অনুযায়ী ইন্সটিটিউট পরিচালনার নিমিত্তে নিম্নেবর্ণিত ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হ'ল :

সভাপতি

১. মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

৪. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

৫. সংশ্লিষ্ট কমিশনার, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন, চট্টগ্রাম

৬. সংশ্লিষ্ট ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম

৭. ড. মাহবুবুল হক, পিতা : মরহুম আব্দুল মালেক মোল্লা
ঠিকানা : অন্তরা, ১০৫ বাঘঘোনা লালখান বাজার, চট্টগ্রাম

৮. ড. আনোয়ারা আলম, স্বামী : মুহাম্মদ শামসুল আলম
ঠিকানা : ২৫৭/এ, তনুশা, উত্তর আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

৯. জনাব শাহরিয়ার খালেদ, পিতা : মরহুম মোজহারুল হক
স্থায়ী ঠিকানা : শেখ-ই-চাটগাম, কাজেম আলী হাউজ, কাজেম আলী মাস্টার বাইলেন, মাস্টারপুর, দক্ষিণ বাকলিয়া, চট্টগ্রাম-৪২০৩।

১০. জনাব মিলি চৌধুরী, পিতা : স্বপন চৌধুরী
ঠিকানা : জামাল খান লেইন, ডিসি হিলের উত্তর পাশে, চট্টগ্রাম

সদস্য-সচিব

১১. প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান-কাম-উপ-পরিচালক, বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম

২। ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখের সবিম/শা:৪/গগ্র-২৬৯/২০০২-২৫৯ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকাল বহাল থাকবে। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ৩০ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৪ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০০৯.১৭.(অংশ-১).২৭—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৭-২-২০১৯ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৯.১৭.(অংশ-১).৫৪ নম্বর স্মারকে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির ০৪ নম্বর ক্রমিকের মৌজার মন্তব্যের কলামের ভুল নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হইল:

পূর্ববর্তী গেজেটের প্রকাশিত ক্রমিক নম্বর	পূর্ববর্তী গেজেটের প্রকাশিত মৌজার নাম	জেএল নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম	পূর্ববর্তী গেজেটে প্রকাশিত মন্তব্য	সংশোধিত মন্তব্য
০৪	পশ্চিম নোওয়াপাড়া	২৯	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৫২১/২০১০ ও ৭০৮৮/২০১২ নম্বর রীট দায়ের থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ১১৪, ২১৫ ও ৭৩১ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৫২১/২০১০ ও ৭০৮৮/২০১২ নম্বর রীট দায়ের থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ১১৪, ২১৫ ও ২১৬ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ পৌষ ১৪২৬/১৩ জানুয়ারি ২০২০

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৮৭.১৯-০৬—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএসএস-১০১৯৩৯ মেজর রুবেল পাঠান, এএমসি-কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ মাঘ ১৪২৬/২০ জানুয়ারি ২০২০

নং ২৩.০০.০০০০.০৬০.১১.০১৪.১৯.১৩—বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এ্যাঃ লেঃ কানিজ ফারজানা জিনিয়া, (ই), বিএন (পি নং-২৫০২)-কে নৌ অধ্যাদেশ ১৯৬১, ধারা ১৭(১) এবং নৌ প্রবিধান ০৮০১ (এফ) অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Naval Service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহ্ আবদুল আলীম খান
যুগ্মসচিব।

[একই তারিখ ও নম্বর পত্রের স্থলাভিষিক্ত হবে]
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

তারিখ : ০৯ পৌষ ১৪২৬/২৪ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ২৩.০০.০০০০.২২০.১৪.০০৭.১৯.৬০৯—বিশ্বব্যাংক (আইডিএ) ঋণ সহায়তায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক সেবা প্রকল্পের আওতায় "আবহাওয়া তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কবাণী পদ্ধতি জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট-এ)" এর অভিযোগ নিষ্পত্তিকল্পে প্রত্যাশী সংস্থা বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০২ (দুই) স্তরে Grievance Redress Committee (GRC) গঠন করা হলো :

ক) Grievance Redress Committee for BWCSRP (Component-A) at Local Level

কমিটির গঠন :

(১)	Safeguard Focal Point (Environmental/ Social) of BWCSRP (Component-A) (আবহাওয়াবিদ/সহকারী আবহাওয়াবিদ/ সহকারী প্রকৌশলী)	-	আহ্বায়ক
(২)	প্রকল্প এলাকায় নিকটস্থ স্থানীয় আবহাওয়া কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আবহাওয়াবিদ/সহকারী আবহাওয়াবিদ/ সহকারী প্রকৌশলী/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	-	সদস্য-সচিব
(৩)	প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৪)	অভিযোগকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের একজন (মহিলা/পুরুষ) প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৫)	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (আবহাওয়াবিদ/ সহকারী আবহাওয়াবিদ/ সহকারী প্রকৌশলী/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	-	সদস্য

কার্যপরিধি :

(১) প্রকল্প এলাকার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত নালিশ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি;

(২) সভার সিদ্ধান্ত নালিশকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে জানানো;

(৩) ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত এ কমিটি প্রদান করতে পারবেনা। তবে প্রয়োজনবোধে Project Level GRC তে লিখিতভাবে সুপারিশ করতে পারবে;

(৪) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নালিশ যদি প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত কোন বিষয় হয়, তবে এ কমিটি উক্ত নালিশ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার পরামর্শ দিবে। নালিশ যদি প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত না হয় সেক্ষেত্রে প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনা (Resettlement Plan) এর নীতিমালার আলোকে বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৫) অমীমাংসিত সিদ্ধান্ত Project Level GRC তে প্রেরণ; এবং

(৬) আদালতের বিচারাধীন বিষয় কমিটির কার্যপরিধির আওতামুক্ত থাকবে।

নালিশকারী গ্রহণ ও প্রতিকার পদ্ধতি :

(১) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্থানীয় এলাকার নালিশকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উত্থাপিত নালিশ প্রকল্পের Safeguard Focal Point (Environmental/Social), GRM Documentation অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন এবং গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ০১ (এক) মাসের মধ্যে শুনানির তারিখ ও স্থান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জানাবেন;

(২) আহ্বায়ক, Local Level GRC এর কার্যপরিধি সম্পর্কে সদস্যগণকে অবহিত করবেন এবং অভিযোগের বিষয়বস্তু সভায় উপস্থাপন করে তা সমাধানকল্পে সদস্যগণের সাথে সভা করবেন;

(৩) উপস্থিতির সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে—

(i) প্রকল্পের কারণে নালিশকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি মর্মে অভিযোগটি খারিজ করতে পারবে;

(ii) আর্থিক ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে নিষ্পত্তি করতে বা সমাধান দিতে পারবে; এবং

(iii) সুস্পষ্টভাবে যাচাই ও প্রমাণসাপেক্ষে অভিযোগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ করতে পারবে।

(৪) আহ্বায়কের মাধ্যমে সভার সিদ্ধান্ত নালিশকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে জানানো হবে;

(৫) অমীমাংসিত নালিশসমূহ Grievance Redress Committee for BWCSRP (Component-A) at Project Level কমিটিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে; এবং

(৬) সভার সিদ্ধান্ত বা অগ্রগতি এই প্রকল্প এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

[বিঃদ্রঃ] Local Level GRC এর সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করলে নালিশকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান উত্থাপিত নালিশের প্রতিকার চেয়ে পুনরায় Project Level GRC-র নিকট আবেদন করতে পারবেন।

(খ) Grievance Redress Committee for BWCSRP (Component-A) at Project Level (Local Level GRC এর অমীমাংসিত নালিশসমূহ নিষ্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)

কমিটির গঠন :

১। প্রকল্প পরিচালক/তাঁর প্রতিনিধি (উর্ধ্বতন প্রকৌশলী/সহকারী পরিচালক/প্রকৌশলী/আবহাওয়াবিদ/সম পর্যায়ের কর্মকর্তা) - আহ্বায়ক

২। Safeguard Focal Point (Environmental/Social) of BWCSRP (Component-A) (আবহাওয়াবিদ/সহকারী আবহাওয়াবিদ/সহকারী প্রকৌশলী) - সদস্য সচিব

৩। প্রকল্প এলাকার স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি - সদস্য

৪। সিভিল সোসাইটির (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অগ্রাধিকার) একজন প্রতিনিধি - সদস্য

কার্যপরিধি :

১। আহ্বায়ক নিজ কার্যালয়ে সভা আহ্বান করবেন;

২। Local Level GRC কর্তৃক প্রেরিত অমীমাংসিত নালিশসমুহ পর্যালোচনা করতে পারবে;

৩। Local Level GRC এর সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করে নালিশকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যদি উত্থাপিত নালিশের প্রতিকার চেয়ে পুনরায় Project Level GRC-র নিকট আবেদন করলে তা পর্যালোচনা করতে পারবে;

৪। এই কমিটি প্রয়োজনে আইনি পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে এবং

৫। ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণকল্পে প্রয়োজনে NGO/INGO নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার পদ্ধতি :

১। নালিশ প্রাপ্তির অনধিক ০১ (এক) মাসের মধ্যে আহ্বায়ক সভা আহবান করবেন;

২। এই কমিটি বিশেষ প্রয়োজনে আইন পরামর্শক এর পরামর্শ গ্রহণ করবে;

৩। ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে কমিটি প্রয়োজনে অধিকতর তদন্ত করবে;

৪। ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণকল্পে এই কমিটি প্রয়োজনে NGO/INGO নিয়োগের সুপারিশ করবে;

৫। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বা অগ্রগতি নালিশকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আহ্বায়ক লিখিতভাবে জানাবেন এবং

৬। উত্থাপিত নালিশ সংক্রান্ত বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত বা অগ্রগতি এই প্রকল্প এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সিফাত মোঃ ইশতিয়াক ভূঁইয়া
সহকারী প্রধান।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ঢাকা বিআরটি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১২ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ

নং **৩৫.০০.০০০০.০৪৫.০৫.০০১.১৫.০৫**—Dhaka Bus Rapid Transit Company Limited (Dhaka BRT) এর Articles of Association (AoA) এবং Memorandum of Association (MoA) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হলো :

ক্রমিক	কর্মকর্তা	পদবি
১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মুরাদ রেজা, অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ।	পরিচালক
৩.	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।	পরিচালক
৪.	খন্দকার রাকিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ।	পরিচালক
৫.	শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।	পরিচালক
৬.	ড. মোহাম্মদ গোলাম ফারুক, যুগ্ম সচিব ও পরিচালক (পিএ্যান্ডডি) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।	পরিচালক
৭.	অধ্যাপক ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ, ডীন, আর্কিটেকচার ও প্ল্যানিং অনুষদ, বুয়েট।	পরিচালক
৮.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।	পরিচালক
৯.	জনাব মোঃ মুনতাকিম আশরাফ, সিনিয়র সহ-সভাপতি, এফবিসিসিআই।	পরিচালক
১০.	জনাব মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ, সভাপতি, আইসিএবি।	পরিচালক
১১.	জনাব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি।	পরিচালক
১২.	জনাব চন্দন কুমার বসাক, প্রকল্প পরিচালক, জিডিএসইউটিপি (বিআরটি, এয়ারপোর্ট-গাজীপুর), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অপূর্ব কুমার মন্ডল
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ মাঘ ১৪২৬/২২ জানুয়ারি ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৭.১৯**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (বিপি-৭৯১০১২৬৮৩১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, মানিকগঞ্জ হিসেবে কর্মকালে তার পরামর্শে এনএসআই এর সহকারী পরিচালক চৌধুরী আসিফ মনোয়ার গত ৩১-১০-২০১৭ তারিখে স্বর্ণকার পট্টিতে সশরীরে গিয়ে স্বর্ণ শিল্প সমিতির সেক্রেটারিকে ডেকে সভাপতি ও সেক্রেটারির নাম ও টেলিফোন নম্বর দিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করতে বলে তার নিজের নাম, পদবি ও মোবাইল নম্বর সম্বলিত চিরকুট প্রদান করেন। গত ০২-১১-২০১৭ তারিখে চৌধুরী আসিফ মনোয়ার তার অফিসে গিয়ে তার সরকারি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বর্ণ শিল্প সমিতির সেক্রেটারি ও সভাপতির ফোনে ফোন করে মানিকগঞ্জের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে চোরাই ও ডাকাতির স্বর্ণ কেনাবেচা করা, ভারত থেকে কারিগর এনে গহনা তৈরি করা এবং সুদের ব্যবসা করার অভিযোগ করেন। তিনি আসিফ মনোয়ার এর ব্যবহৃত ০১৭৮৯-৬৯৩৬৩২ নম্বর সীমকার্ড ব্যবহার করে স্বর্ণ শিল্প সমিতির সেক্রেটারিকে টাকা পয়সা প্রদানের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। তার কথায় ভীত হয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা টাকা সংগ্রহের প্রস্তুতি গ্রহণকালে বিষয়টি জানাজানি হলে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক “অসদাচরণ” এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ২২-০৯-২০১৯ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৭-১৪৪ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২০-১০-২০১৯ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ৩০-১২-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, আবদুর রহমান নামে এক ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার সরকারি মোবাইল ফোন দিয়ে মানিকগঞ্জ স্বর্ন ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী রঘুনাধকে তার অফিসে ডাকেন। জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত অভিযোগের বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে না পারায় তিনি নিজেই অধিকতর তদন্ত করবেন মর্মে তাদের জানান। গত ১১-১১-২০১৭ তারিখে ঢাকার মিরপুরে ক্রাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজমেন্ট সার্টিফিকেট কোর্সে অংশগ্রহণ করায় পরবর্তীকালে কোথায় কি ঘটেছে তা তিনি অবগত নন মর্মে জানিয়ে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা মানিকগঞ্জ সদর সার্কেলে কর্মকালে বিভাগ বহির্ভূত এনএসআই কর্মকর্তা চৌধুরী আসিফ মনোয়ারের যোগসাজসে স্বর্ণ শিল্প সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারির বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় বিরূপ কোন তথ্য না থাকা সত্ত্বেও তার কথিত সন্দেহের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে, কোন প্রকার রেকর্ডপত্র সংগ্রহ না করে গত ০২-১১-২০১৭ তারিখে অযথা তাদেরকে তার অফিসে ডেকে এনে হয়রানি করেন। তিনি এনএসআই এর সহকারী পরিচালক চৌধুরী আসিফ মনোয়ার এর ব্যবহৃত ০১৭৮৯-৬৯৩৬৩২ নম্বর সীমকার্ড ব্যবহার করে স্বর্ণ শিল্প সমিতির সেক্রেটারির সাথে টাকা পয়সা প্রদানের বিষয়ে একাধিকবার কথা বলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক “অসদাচরণ” এর অপরাধ করেছেন। ঘটনার ধারাবাহিকতা ও উপস্থাপিত তথ্য প্রমাণে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

০৪। সেহেতু, অভিযোগের গুরুত্ব এবং সার্বিক পর্যালোচনায় এটি তার প্রথম অপরাধ বিবেচনায় জনাব মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (বিপি-৭৯১০১২৬৮৩১)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক “অসদাচরণ” এর প্রমাণিত অভিযোগে তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক “তিরস্কার” দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ মাঘ ১৪২৬/২২ জানুয়ারি ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৬.১৯-২৩**—জনাব চন্দন চন্দ্র সরকার (বিপি-৭৬০৫১১৬৭৯৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, জামালপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এতদ্বারা তাকে চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

০২। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭১ মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ পৌষ ১৪২৬/১৫ জানুয়ারি ২০২০

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৩০.১৯-৪৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(ডি) বিধি মোতাবেক ‘দুর্নীতি’ এর দায়ে বিভাগীয় মামলা দায়েরপূর্বক প্রতিটি পর্যায় যথাযথ ও বিধিসম্মতভাবে অনুসরণ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৯-০৮-২০১০ খ্রি: তারিখের আদেশের স্মারক নং স্বাপকম/শৃংখলা-২/অভি-১১/২০০৭/২৮৩ এর মাধ্যমে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে “বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement)” প্রদান করা হয়।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-বগুড়ায় এ, টি মামলা নং ২৬/২০১১ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় বিজ্ঞ আদালত দো-তরফা সূত্রে গত ০২-১২-২০১২ খ্রি: তারিখে আদেশ প্রদান করেন এবং উক্ত আদেশে বিজ্ঞ আদালত তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৯-০৮-২০১০ খ্রি: তারিখে প্রদত্ত চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশ বেআইনি ও বাতিল ঘোষণা করেন এবং অবসরজনিত যাবতীয় আর্থিক সুবিধা প্রদান করার নির্দেশনাও প্রদান করেন।

যেহেতু, এ,টি মামলা নং ২৬/২০১১ এর রায়ের বিরুদ্ধে সরকার বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এ.এ.টি মামলা নং ৫৩/২০১৩ দায়ের করেন। উক্ত আপীল মামলা দো-তরফাভাবে শুনানী অন্তে গত ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে খারিজ হয়েছে এবং উক্ত আপিল মামলার এ, টি মামলা নং ২৬/২০১১ এর রায়ে প্রদত্ত আদেশ বহাল রাখা হয়।

যেহেতু, পরবর্তীতে বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপিলেট ট্রাইব্যুনালের মামলার আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-২৮৯৫/২০১৫ দায়ের করা হয় এবং এটি গত ২০-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে খারিজ হয়ে যায়।

যেহেতু, পরবর্তীতে সরকার পক্ষে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপিলেট ডিভিশনে সিভিল রিভিউ পিটিশন নং ৬৮৮/২০১৭ দাখিল করা হয় এবং সেটি গত ০৩-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে খারিজ হয়ে যায় অর্থাৎ বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement)" প্রদানের আদেশটি বাতিলপূর্বক তাঁকে বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অবসরজনিত যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের আদেশটি বহাল রাখা হয়।

যেহেতু, মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায় মোতাবেক জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আরোপিত গত ০৯-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সরকারি চাকুরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের গুরুদণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক অবসরজনিত যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করার নিমিত্ত প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ বিবেচনা ও সদয় অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল গফুর, প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর সরকারি চাকরি থেকে "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement)" প্রদানের আদেশটি বাতিলপূর্বক তাঁকে বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অবসরজনিত যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের প্রস্তাব সদয় হয়ে অনুমোদন করেন।

সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলা নং ২৬/২০১১ এর পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের গত ০২-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের প্রদত্ত আদেশ এর ভিত্তিতে জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৯-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্বচাপকম/শৃংখলা-২/অভি-১১/২০০৭/২৮৩ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত সরকারি চাকুরি থেকে "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement)" প্রদানের গুরুদণ্ডাদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো। ইতোমধ্যে তিনি অবসর গ্রহণ করলে বিধি মোতাবেক অবসরজনিত যাবতীয় আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলী নূর
সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
পার-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ

নং **৪৫.১৪৩.০৭.০০.০০.০০৪.২০১৯-৭৫**—যেহেতু, ডাঃ মোঃ খায়রুল ইসলাম (১১১৪৫৬), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, দিনাজপুর এর মামলা ন-১১, তারিখ : ১১-১২-২০১৯ খ্রি. ধারা দণ্ডবিধির ৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪০৯/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সালের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে ৫(২) ধারায় গত ১৯-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখে দুদক কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে প্রেরিত হন;

যেহেতু, বি.এস.আর.পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারী অভিযোগে আটক সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার হওয়ার তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত বলে বিবেচিত হবেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ খায়রুল ইসলাম (১১১৪৫৬), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুরকে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ১৯-১২-২০১৯ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণলয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৫ পৌষ ১৪২৬/০৯ জানুয়ারি ২০২০

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০২১.২০১৭-৪৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ এন্তাজুর রহমান, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী (উপজেলা প্রকৌশলীর অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত) এলজিইডি, ভুরুঙ্গামারী, জেলা-কুড়িগ্রাম ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এডিপির আওতায় ২টি ইউ-ড্রেন নির্মাণের জন্য ২০১৪ সালের জুন মাসের ২য় সপ্তাহে কার্যাদেশ দেয়ার পর দীর্ঘ ২ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কাজটি সমাপ্ত না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি), ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব জনাব ড. কে,এম, কামরুজ্জামান সেলিম-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তিনি গত ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৬১৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মধ্যে ২টি প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারি উপজেলার পাথরডুবি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে ৬০০ মি. × ৬০০ মি. সাইজের ২টি ইউ-ড্রেন নির্মাণ যথাসময়ে শেষ করেননি, অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ উটার দীর্ঘ ২ বৎসর পরে উক্ত ২টি ড্রেন নির্মাণ কাজ শেষ করেন। অর্থাৎ অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ এন্তাজুর রহমানের কাজে গাফিলতি ও অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ এন্তাজুর রহমান, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী (উপজেলা প্রকৌশলীর অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত) এলজিইডি, ভুরুঙ্গামারী, জেলা-কুড়িগ্রাম-কে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী কর্তব্য কাজে অবহেলা তথা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে উক্ত বিধিমালার ৪(২) উপবিধির (ক) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে তিরস্কার প্রদান করা হলো। এভাবে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

তারিখ : ২৯ পৌষ ১৪২৬/১৩ জানুয়ারি ২০২০

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১৯.২০১৭-০৫৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ এন্তাজুর রহমান, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী (উপজেলা প্রকৌশলীর অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত) এলজিইডি, ভুরুঙ্গামারী, জেলা-কুড়িগ্রাম কর্মএলাকাধীন উপজেলায় থানাঘাট-সাহেবগঞ্জ বর্ডার সড়কের ১৫৫ মিঃ চেইনেজে ফুলকুমার নদীর উপর ৪৫ মিঃ দীর্ঘ সেতুর নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তিনি গত ১২-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৯৯৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত ৫টি অভিযোগের মধ্যে ৩টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। যথা- (ক) কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারি উপজেলার থানাহাট-সাহেবগঞ্জ বর্ডার সড়কের ১৫৫ মিঃ চেইনেজে ফুলকুমার নদীর উপর ৪৫ মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীসমূহের পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করেনি। (খ) কোন কনক্রিট সিলিন্ডার সংরক্ষণ না রেখে ১৭টি পাইলের মেমোরিয়াল টেষ্ট ব্যতিত ঢালাই করেছেন। (গ) cylinder/cube mold সংগ্রহ/সরবরাহ নিশ্চিত করেননি। অর্থাৎ অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ এন্তাজুর রহমানের বিরুদ্ধে কাজে গাফিলতি তথা অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ এন্তাজুর রহমান, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী (উপজেলা প্রকৌশলীর অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত) এলজিইডি, ভুরুঙ্গামারী, জেলা-কুড়িগ্রাম-কে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী কর্তব্য কাজে অবহেলা তথা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে উক্ত বিধিমালার ৪(২) উপবিধির (খ) মোতাবেক ৩(তিন) বৎসর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং একইসাথে পদোন্নতি স্থগিত করা হলো। এভাবে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব।

পাস-১ অধিশাখা

পরিপত্র

তারিখ : ০২ মাঘ ১৪২৬/১৬ জানুয়ারি ২০২০

নং **৪৬.০৮৩.২০৩.০০০.০১৯.০০৩.১৭-১৩৭৫**—জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি/পদায়নের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে :

ক) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে নিজ জেলা ব্যতীত অন্য যে কোন জেলায় এবং সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণকে নিজ উপজেলা ব্যতীত অন্য যে কোন উপজেলায় পদায়ন/ বদলি করা যাবে।

খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীগণকে তাঁদের নিজ জেলার যে কোন উপজেলায় বদলি করা যাবে। তবে প্রশাসনিক/ যৌক্তিক কারণে নিজ জেলার বাইরেও বদলি করা যেতে পারে।

গ) কোন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীকে কম-বেশী ৩(তিন) বছরের জন্য কোন জেলা/উপজেলায় বদলি/পদায়ন করা হবে। তবে, দূর্গম ও প্রতিকূল এলাকার ক্ষেত্রে ০২(দুই) বছর উত্তীর্ণের পর বদলি করা যাবে।

ঘ) বদলির আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

ঙ) অবসর গ্রহণের ১ (এক) বছর পূর্বে কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর নিজ জেলা বা তাঁর সুবিধাজনক স্থানে বদলি করা যাবে।

চ) কোন কর্মকর্তার অনুকূলে বদলি আদেশ জারির ১৫(পনের) দিনের মধ্যে অবশ্যই বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। অন্যথায় তাৎক্ষণিক অবমুক্ত আদেশ প্রদানসহ শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ছ) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বামী-স্ত্রীকে যথাসম্ভব একই কিংবা নিকটবর্তী কর্মস্থলে পদায়ন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠিত রীতি। বিষয়টি সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

জ) সকল ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বদলি/পদায়ন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতাসহ প্রস্তাবিত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণের (বর্তমান কর্মস্থলে পদায়নের তারিখ হতে প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ পর্যন্ত) চাকুরি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য/উপাত্ত প্রেরণ করতে হবে।

ঝ) সকল প্রকার বদলি যৌক্তিক হতে হবে এবং বদলি/ পদায়নের কারণ উল্লেখ করতে হবে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ খাইরুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।